স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত বছরব্যাপী প্রস্তাবিত কর্মসূচি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বছরব্যাপী কর্মসূচি
১.	৫০ টি জাতীয় পতাকা সম্বলিত সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালি প্রতিটি জেলায় প্রদক্ষিণ শুরু। পতাকা প্রদক্ষিণ উপলক্ষ্যে জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে। ৬৪ জেলা প্রদক্ষিণ শেষে ১৬ ডিসেম্বর সুবর্ণজয়ন্তী র‍্যালির ঢাকা প্রত্যাবর্তন।
২.	বছরব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে সরকার/রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো (ভারত ভুটান ও রাশিয়াসহ বন্ধুরাষ্ট্রসমূহ)।
৩.	বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ দান।
৪.	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী কর্মসূচি প্রণয়ন। আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে কর্মসূচি চূড়ান্ত করে এই মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ।
৫.	ক) লাইটস এন্ড লেজার শো/ড্রোন শো: সংসদ প্লাজা/হাতির ঝিল/অন্যান্য নির্ধারিত স্থানে রাতের বেলা লাইটস এন্ড লেজার শোর আয়োজন করা (বিশেষ বিশেষ দিনে)। খ) জেলা,উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের উপযুক্ত স্থানে LED স্কিন স্থাপন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণী, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার প্রচার এবং পোস্টার, ব্যানার প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিতরণের কর্মসূচি সংযোজন। গ) নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন: ১) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে তুলে ধরে বিশ্বের ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার/সিম্পোসিয়াম/ আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন। ২) আমার পতাকা আমার অহংকার শিরোনামে মূল অনুষ্ঠানের দিন একই সাথে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন। ৩) মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু শিরোনামে Secret Document অবলম্বনে ধারাবাহিক তথ্যচিত্র নির্মাণ ৪) স্বাধীনতার সূর্যসন্তান শিরোনামে Special Documentary On Martyred Intellectual নির্মাণ। ৫) মুক্তির কথা শিরোনামে Digital Library with the speech of Freedom Fighters নির্মাণ।
৬.	গণহত্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে সেমিনার/আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী।
৭.	স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরঙ্গনাসহ সকল বীরমুক্তিযোদ্ধাদের, অবদান নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (দেশব্যাপী)।
৮.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষ উত্তরীয়/টি-শার্ট/ক্যাপ ও বীরঙ্গনা মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে শাড়ি/শাল ইত্যাদি উপহার প্রদানের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলায় বরাদ্দ প্রদান।
০৯.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক জাতীয় কুইজ/রচনা প্রতিযোগিতা/সংগীত/নৃত্য/চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীদের জন্য উপজেলা থেকে শুরু করে জাতীয়ভাবে সেরাদের পুরস্কৃত করা।
১০.	আন্তর্জাতিক ফুটবল/ক্রিকেট/কাবাডি টুর্নামেন্ট আয়োজন।
১১.	দেশব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী মেলা আয়োজন করা।
১২.	নুতন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মুক্তির উৎসব (বছরব্যাপী/বিভাগওয়ারী/জেলা/উপজেলা)।
১৩.	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক Global Business Summit আয়োজন করা।
১৪.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য/স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন।
১৫.	কেন্দ্রীয়ভাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ
১৬.	জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ।
১৭.	সুবর্ণজয়ন্তী সৌধ/মিনার/কলাম নির্মাণ।
১৮.	'মুক্তিযুদ্ধ পদক' প্রবর্তন।
১৯.	দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন।
২০.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০,০০০ বাসস্থান (বীরনিবাস) নির্মাণ ও হস্তান্তর।
২১.	বীরের কণ্ঠে বীরগাঁথা: বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা রেকর্ড ও আর্কাইভকরণ।
২২.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পরিচিতিমূলক ডিজিটাল সনদপত্র ও স্মার্টকার্ড প্রদান।
২৩.	মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রচার ও আর্কাইভকরণ।

২৪.	মিত্র বাহিনীর নিহত সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন (আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)। বাংলাদেশ ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে যৌথভাবে উদ্বোধন করতে পারেন।
২৫.	ভারতের ত্রিপুরার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ।
২৬.	মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হেডকোয়ার্টারসে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। (ভারতের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে)
২৭.	মুজিবনগর থেকে নদীয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত 'স্বাধীনতা সড়ক'এর নির্মাণ কাজ শুরু (বাংলাদেশ অংশ)।
২৮.	সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ স্মরণিকা/স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ।
২৯.	বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অগ্রগতি বিষয়ক গ্রন্থ/গবেষণামূলক পান্ডুলিপি প্রকাশে আর্থিক সহায়তা/গ্রন্থ প্রকাশ।
৩০.	মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন শিরোনামে ৭১' এর স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জি প্রকাশ। (গ্রন্থ ও অডিও ভিজ্যুয়াল)
৩১.	সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই বিতরণ।
৩২.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশেষ মোবাইল গেমস, ডকুমেন্টারি , টিভিসি ও চলচ্চিত্র নির্মাণ।
৩৩.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকলা প্রদর্শনী (শিল্পকলা একাডেমিসহ দেশের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে)।
৩৪.	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক টিভিসি, ডকুমেন্টারি ও চলচ্চিত্র সারাদেশে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।
৩৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ যেমন নৌকমান্ডো আক্রমণের উপর 'অপারেশন জ্যাকপট' ।
৩৬.	দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন।
৩৭.	জীবিত বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে টক-শো এর আয়োজন ও বিভিন্ন চ্যানেলে (সরকারি ও বেসরকারি চ্যানেল) প্রচার।
৩৮.	চারুকলা ইনস্টিটিউট এর তত্ত্বাবধায়নে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ ভাস্কর্য প্রদর্শনী।
৩৯.	এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে বছরব্যাপী (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৪০.	সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী তথা ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
৪১.	খ্যাতিমান রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো ।
৪২.	স্বাধীনতা দিবসের আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাওয়া বিদেশী বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো।
৪৩.	১৬ ডিসেম্বর / ১৭ ডিসেম্বর রাতে আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানসহ নৈশ ভোজের আয়োজন করা।
৪৪.	প্রত্যেক ইউনিয়ন, পৌর, সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক ওয়ার্ডে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (মাদ্রাসাসহ) কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুর উপর ছড়া, কবিতা, গান, রচনা প্রতিযোগিতা সকল ছাত্রের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি পালন।
৪৫.	দেশাত্ববোধক সঙ্গীত, নৃত্য, আতশবাজি, ব্যাপক আলোকসজ্জা ইত্যাদির মাধ্যমে বছরব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি ঘোষণা করা।
৪৬.	স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহ এবং জেলা-উপজেলায় জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্ভাব্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
৪৭.	1971 Genocide Mapping শিরোনামে কর্মসূচি গ্রহণ।
৪৮.	Courtroom Drama On Bangabandhu Muder Trail শিরোনামে ড্রামা ও ওয়েব সিরিজ নির্মাণ।
৪৯.	পথে পথে বিজয় শিরোনামে যশোর, কুমিল্লা,ত্রিপুরা,খুলনা, ফরিদপুর ও অন্যান্য স্থানে শত্রু মুক্ত হবার দিবস উদযাপন ।
৫০.	মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়ার্ড আয়োজন, মেডিসন গার্ডেন কনসার্ট, মুক্তিযুদ্ধ Interactive Game, দেশের ৫০টি জেলায় মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সে Digital Edutrainment Center স্থাপন।